যুগান্তর

তারিখ 23 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ডিগ্রি পরীক্ষার ফল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৪ সালের ডিগ্রি পাস, সাবসিডিয়ারি সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল গত বুধবার সারাদেশে একযোগে প্রকাশিত হইয়াছে। এইবার মোট ২ লাখ ৩৫ হাজার ৮৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮০ হাজার ৯৯৪ জন পাস করিয়াছে। এই বৎসর ২ বৎসর মেয়াদি সর্বশেষ ডিগ্রি পরীক্ষা এবং নূতন নিয়মের ৩ বৎসর মেয়াদি পরীক্ষার ফল একসঙ্গে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন কারণে ৯৮৪ জন পরীক্ষার্থীর ফল স্থগিত রাখা হইয়াছে। পরীক্ষা শুরু হইয়াছিল ১০ জানুয়ারি ২০০৫। লিখিত পরীক্ষা শেষ হইয়াছে ১৫ জুন। ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হইয়াছে ১৪ জুলাই। সকল পরীক্ষা শেষ হইবার মাত্র ৬ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচাইতে বেশি সময় ধরিয়া পরীক্ষা গ্রহণ করিবার রেকর্ড সৃষ্টি হইয়াছে এইবার। সেই সঙ্গে অতি তাড়াতাড়ি ফল প্রকাশের কারণে শিক্ষার্থীর ওএমআর ফরম ভুল পূরণের কারণে ২০০ জন, ব্যবহারিক নম্বরপত্র এখনও জমা না পাওয়ায় ৭০০ জন এবং ৮৪ জন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর যোগের সময় গরমিলের কারণে তাহাদের ফলাফল স্থগিত করা হইয়াছে। স্থগিত ফল আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করা হইবে বলিয়া সাবেক ভিসি সাংবাদিকদের জানাইয়াছেন। কেন ডিগ্রি পরীক্ষা গ্রহণ করিতে সুদীর্ঘ ৬ মাস সময় লাগিল এই প্রসঙ্গে জাতীয় কলেজ কর্তৃপক্ষ কোন ব্যাখ্যা দেয় নাই। তড়িঘড়ি করিয়া ৬ দিনের মধ্যে কিভাবে ফল প্রকাশ করা যায় উহাও বিস্ময়ের কারণ। সেই কারণে ফলাফল স্থগিতের হারও এইবার অনেক বেশি। এইবার ৮৭টি কলেজ হইতে কোন পরীক্ষার্থী পাসই করে নাই। ১ হাজার ২২৮টি কলেজের মধ্য হইতে মাত্র ২২টি কলেজে শতভাগ পাস করিয়াছে। ইহার মধ্যে ১১টি কলেজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১ জন এবং পাসও করিয়াছে ১ জন। ইহার নামই শতভাগ(!) পাস। দুই, তিন, চার, পাঁচজন করিয়া পরীক্ষার্থীও ছিল অনেকগুলি কলেজে। ডিগ্রি পরীক্ষার ফল আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন মহলের নিকট সন্তোষজনক মনে হইলেও ৮৭টি কলেজের ব্যর্থতা একই সঙ্গে অনেকের মনে নানাবিধ প্রশ্নের জন্ম দিয়াছে। ইদানীং পাস না করা ভুল-কলেজের সংখ্যা কেবল বাড়িতেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলিতেও একই চিত্র। শিক্ষামন্ত্রী এতদপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে কেহ পাস করে নাই উহার তদন্ত হইবে। ইহা নিঃসন্দেহে একটি জরুরি পদক্ষেপ। ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে সঙ্কট নিরসন সহজ হইবে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাথাব্যথার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাল শিক্ষকের সঙ্কটের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরও সঙ্কট দেখা দিতেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি এবং কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতেই হয় যে, সদ্য অপসারিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির আমলে প্রতিষ্ঠানটি পরিণত হইয়াছিল অনিয়ম আর নৈরাজ্যের স্বর্গরাজ্যে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছিল নৈতিক স্খলনেরও। দলীয় আনুগত্যের দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের দিয়া যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করা যায় না উহা সরকার অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছে। যদিও ইতিমধ্যে ক্ষতি যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এত বেশি দলীয় আর স্বার্থপরদের দিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ সম্ভব নহে। ইতিমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন ভিসি যোগদান করিয়াছেন। আমরা আশা করি তাহার আমলে বিশ্ববিদ্যালয়টি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবে। অনিয়ম, দুর্নীতি, দীর্ঘসূত্রতা, দায়িত্বে অবহেলার কারণে প্রতিষ্ঠানটি আজ প্রশ্নবিদ্ধ। জাবির অধীনে কলেজগুলিতে শিক্ষার সত্যিকারের পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরং প্রশাসনের মাথা ভারি করিয়া কিন্তু প্রকৃত অর্থে শিক্ষায় কোন অবদান রাখে না। এই কথা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মনে রাখিতে এবং সেই অনুযায়ী সত্বর ব্যবস্থা লইতে হইবে।